ভোরের কাগজ

তারিখ SEP. 9, 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষা : দেশে ও বিদেশে

দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শিক্ষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রাথমিক শিক্ষা যার ভিত্তিস্তর। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার, এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা নাজুক বললে অত্যুক্তি হবে না। যেমন বাংলাদেশের মোট শিশুর ৬০%-৭০% শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়।

কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ৫০% মোটামুটিভাবে স্কুলে যায় এবং তাদের মধ্যে ৩৫% শিশু তাদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করে। আমাদের দেশের শিক্ষকরা যদি সঠিকভাবে ক্লাস নেন তবে সারা বছরে মোট ৪৪০ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয় শিক্ষার পিছনে। অথচ অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, তারা আমাদের থেকে বহু উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থায়। যেমন চীনে বছরে ১৪০০ ঘণ্টা, ইন্দোনেশিয়ায় ১২০০ ঘণ্টা, ফিলিপাইনে ৮০০ ঘণ্টা, শ্রীলঙ্কায় ৮০০ ঘণ্টা এবং বাংলাদেশে ৪০০ ঘণ্টা পড়াশোনা হয়। তাছাড়া আমাদের দেশের প্রথম পিরিয়ডের ৫ মিনিট ব্যয় হয় রোল কলে, ৫ মিনিট ব্যয় হয় শিক্ষকের ক্লাসে আসতে, ১৫ মিনিট ব্যয় হয় আগের দিনের বাড়ির কাজের খাতা দেখতে এবং পরে যে, সামান্যটুকু সময় পাওয়া যায় তাই বরাদ্দ হয় নতুন পাঠদানে। ফলে শিশুরা বাড়ির অভিভাবক কিংবা গৃহশিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলোতে ক্লাসশেষে নতুন ক্লাস শুরুর মধ্যবর্তী সময় ৫ মিনিট ব্যয় হয়, শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ ৩ মিনিট, পুরোনো পড়া মনে করা ৭ মিনিট, নতুন পড়া দেওয়া ২০ মিনিট, নতুন পড়া তৈরি ১৫ মিনিট, মূল্যায়ন ১০ মিনিট সময় ব্যয় হয় প্রতি ঘণ্টায় বা পিরিয়ডে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তারা সময়কে যথাসাধ্য কাজে লাগাতে চেষ্টা করে।

প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড়। তাই বলা চলে শিকড় দুর্বল হলে যেমন গাছ বাঁচেনা, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ভালো না হলে উন্নত জাতি গড়ে তোলা যাবে না।

মোঃ রিয়াজ আহাম্মদ
চাঁনপুর, উত্তর গয়াম বাগিচা,
কুমিল্লা